সকলের অংশগ্রহণ, বন্ধু হয়ে কাছিম ও কচ্ছপ সংরক্ষণ

কাছিম ও কচ্ছপ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

মিঠাপানির কাছিম মৃত মাছ খেয়ে জলাশয়ের পানির গুণগত মান বজায় রাখে। এছাড়াও এরা গাছপালা বিস্তার, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্যশৃঙ্খলে অন্যান্য প্রাণীর টিকে থাকা নিশ্চিতে ভূমিকা রাখে।

মানুষের কিছু কর্মকাণ্ড, যেমন- বন্যপ্রাণী শিকার, আবাসস্থল ধ্বংস এদেরকে বিলুপ্তির ঝুঁকিতে ফেলছে। বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে কাছিম ও কচ্ছপের ব্যবসা এবং খাদ্যাভ্যাস এদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।

নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষায় বন্যপ্রাণী কেনা, প্রস্তুত করা বা খাওয়া থেকে বিরত থাকুন

বন্যপ্রাণীর অবৈধ বাণিজ্য বা খাদ্যাভ্যাস আমাদের অসুস্থ করতে পারে। বন্যপ্রাণী (যেমন- কাছিম ও কচ্ছপ) সংগ্রহ, মজুদ, ব্যবসা, খাওয়া বা প্রস্তুত করার সময়, আমরা ক্ষতিকর জীবাণুর সংস্পর্শে আসতে পারি যা সহজেই প্রাণী থেকে মানুষের মাঝে ছড়াতে পারে।

কাছিম ও কচ্ছপ বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ দ্বারা সুরক্ষিত

কাছিম ও কচ্ছপ (সম্পূর্ণ বা দেহাংশ বা তা হতে উৎপন্ন কোন দ্রব্য) ধরা, হত্যা বা শিকার, ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর, পরিবহণ, দখল/নিয়ন্ত্রনে রাখা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

এ আইন ভঙ্গকারী ১ (এক) বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

কাছিম ও কচ্ছপ সংক্রান্ত যেকোনো অপরাধের ঘটনা জানাতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট (WCCU) হটলাইন: ০১৯৯৯-০০০০৯৫, ০১৭১৩-০৭৬৬৮৩, ০১৯১৬-০৯৫৬৪৩
বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়- ঢাকা: ০১৯৯৯-০০৭৯১৯; খুলনা: ০১৯৯৯-০০৫৮৪৪; চট্রগ্রাম: ০১৭১১-৪৮২৮৯৮
মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ: ০১৭৪৮-৫৭৫৪৮৫; শেরপুর: ০১৭১১-৮৫০৭৩৩; রাজশাহী: ০১৯১৪-৭৭৫৩৬৩

ILLEGAL WILDLIFE TRADE CHALLENGE FUND
WCS
অর্থায়নে যুক্তরাজ্য সরকারের অবৈধ বন্যপ্রাণী বাণিজ্য দমন তহবিল